Co-Chairpersons:
Sultana Kamal, Elsa Stamatopoulou
Members:
Shapan Adnan, Lars-Anders Baer, Tone Bleie
Victoria Tauli-Corpuz, Bina D'Costa, Hurst Hannum
Yasmeen Haque, Sara Hossain, Muhammad Zafar Iqbal
Khushi Kabir, Myrna Cunningham Kain,
Michael C.van Walt van Praag, Iftekharuzzaman

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ভূমিধসের ঘটনায় রাঙ্গামাটিসহ তিন পার্বত্য জেলা ও চট্টগ্রামে দেড় শতাধিক নিহত ও বহু হতাহতের ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের গভীর শোক প্রকাশ: অপরিকল্পিত বসতি ও উন্নয়নের নামে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ধ্বংস বন্ধ করা এবং নিহতদের ক্ষতিপূরণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুর্নবাসনের আহবান

১৯ জুন ২০১৭, ঢাকা। রাঙ্গামাটিসহ তিন পার্বত্য জেলা ও চট্টগ্রামে ভূমিধসের ঘটনায় যারা নিহত ও আহত হয়েছেন সেসব শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন গভীর সমবেদনা, সহমর্মিতা ও শোক প্রকাশ করছে। একইসাথে যাদের ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেসব পরিবারের প্রতিও গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানাচ্ছে। এছাড়া পাহাড় ধসের উদ্ধার কাজে যারা অক্লান্ত ও নিরলসভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের প্রতিও পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

প্রতিবছর বর্ষ মৌসুমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এলাকায় ভূমিধসে বারবার প্রাণহাণির ঘটনা ঘটলেও স্থানীয় প্রশাসন ও সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কঠোর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ভূমিধসের ঘটনায় বারবার প্রাণহাণির মতো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতে থাকে। এবারের মতন বড় ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামে ইতিপূর্বে ঘটেছে বলে শোনা যায়নি। মূলত: পার্বত্য চট্টগ্রামে অপরিকল্পিতভাবে পাহাড় কাটা, ব্যাপকহারে বন ধ্বংস করা; সেই অনুপাতে গাছ না লাগানো, পাহাড় ও পাহাড়ি ঝরণা থেকে অবাধে পাথর উত্তোলন করা, অপরিকল্পিতভাবে পাহাড় কেটে নানা পর্যটন স্থাপনা, সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা নির্মাণ, লোকবসতি গড়ে তোলা আর উন্নয়নের নামে গাইড ওয়াল ছাড়া রাস্তা নির্মাণের ফলে পাহাড়ের প্রাকৃতিক ভূ-তাত্ত্বিক গঠন বিনষ্ট হয়ে পড়েছে। পাহাড়ের ভূমির ধরন, আবহাওয়া ও পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনায় না নিয়ে কেবল উন্নয়নের নামে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করার ফলে পাহাড়কে দিনে দিনে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলা হয়েছে। বর্ষা মৌসুমে ভূমিধস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় সর্ম্পকেও স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ জনগণের মাঝে কোন সচেতনতামূলক প্রচারণা বা আগাম সর্তকবার্তা প্রদান না করায় ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল (১৭ জুন) পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদ, চাকমা সার্কেল চীফ কিংবা কোন হেডম্যান-কার্বারীর সাথে রাঙ্গামাটির এই চরম দূর্যোগময় বিষয়ে কোন পরামর্শ বা আলোচনা করা হয়নি। রাঙ্গামাটির এমন পরিস্থিতিতে সরকারের এমন উদাসীন আচরণে কমিশন ক্ষোভ প্রকাশ করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন মনে করে, পাহাড়ের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে পাহাড়ের প্রাকৃতিক বন ধ্বংস করা থেকে নিবৃত্ত থাকতে হবে। বনবিভাগের মাধ্যমে বনায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে পাহাড়ে সেগুন, রাবার প্লান্টেশনসহ অন্যান্য প্লান্টেশন প্রকল্পগুলো অচিরেই বন্ধ করতে হবে। যত্রতত্র পাহাড় কেটে পর্যটনের নামে স্থাপনা নির্মাণ ও বসতিস্থাপনে স্থানীয় প্রশাসন ও সরকারেকে কঠোর নীতি অবলম্বণ করতে হবে। এছাড়া পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক সংশোধিত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনানুযায়ী পাহাড়ের ভূমি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় জেলা পরিষদগুলোর ওপর কর্তৃত্ব থাকার কথা। কিন্তু চুক্তি লঙ্ঘন করে স্থানীয় জেলা প্রশাসকরা ভূমি ব্যবস্থাপনার সকল কার্যক্রম এখনো পরিচালনা করছেন। অথচ আইনেই বলা আছে, পার্বত্য জেলার বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ সব ধরনের জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদান, বন্দোবস্ত, ক্রয়-বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত রীতি-নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ না করে প্রশাসন পক্ষপাতমূলকভাবে বিশেষ ব্যক্তি,

International Secretariat:
C/O IWGIA, Classensgade 11E, 2100 Copenhagen, Denmark
Phone: +45 35 27 05 00, Fax: +45 35 27 05 06
E-mail: cn@iwgia.org
Phone: +88 02 91 46 048, E-mail: chtcomm@gmail.com
www.chtcommission.org

গোষ্ঠী, সংস্থার কাছে পাহাড় লীজ দিয়ে পাহাড়ের ভূ-প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পাহাড়ধসের অন্যতম কারণ। অনতিবিলম্বে এসব অনিয়ম ও অবৈধতা বন্ধ করতে হবে।

বর্তমানে রাঙ্গামাটির আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো (পাহাড়ি ও বাঙালি) মানবেতর জীবনযাপন করছেন। দূর্গত এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সঠিক তালিকা দ্রুত প্রনয়ণের জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, বে-সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিসহ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার কার্বারী-হেডম্যানদের সমন্বয়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে যথাযথ ত্রাণ ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে কমিশন অনুরোধ জানাচ্ছে ভূমিধসের ঘটনায় নিহতদের পরিবারগুলোকে ক্ষতিপূরণ এবং আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে যথাযথ পুর্নবাসনে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন সরকারের কাছে জোর আহবান জানাচ্ছে।

ধন্যবাদসহ,

সুলতানা কামাল
কো-চেয়ারপার্সন

এলসা স্টামাতোপৌলৌ
কো-চেয়ারপার্সন

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সদস্যবৃন্দঃ ড.স্বপন আদনান, লারস এন্ডারস বেয়ার, টোনা ব্লাই, হার্স্ট হেনাম, ড. ইয়াসমিন হক, ড. জাফর ইকবাল, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, মির্না কানিংহাম কেইন, খুশী কবির, মাইকেল সি ভন ওয়াল্ট প্রাগ, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বীণা ডি'কস্টা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের উপদেষ্টাবৃন্দঃ ইয়েনেকি এরেঞ্জ, টম এস্কিলসন, ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা।